ভোরের কাগজ

তারিখ ... JUL 9 .. 1999 ... ..
পৃষ্ঠা ৪ কলাম 2 ....

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী সমীপে

বরিশাল জেলার কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত কর্ণকাঠী গ্রামে অবস্থিত কর্ণকাঠী গাউসে রহমানিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় একটি ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়। ১৯৪০ খ্রি: থেকে এ পর্যন্ত এ বিদ্যালয়টি অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে পরিচালিত হয়ে আসছে। এ বিদ্যাপীঠের অনেক ছাত্রছাত্রী ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারসহ দেশে বিদেশে বিভিন্ন পদে কর্মরত আছেন। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় এই যে, বর্তমানে এই বিদ্যালয়টিকে ঘিরে কলেজ পরিচালিত হওয়ায় এবং শিক্ষকরা প্রাইভেট টিউশনি নিয়ে অধিক ব্যস্ত থাকায় পড়ালেখার মান উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছে। অনেক গরিব মেধাবী ছাত্রছাত্রী এসএসসি পাস করলে তাদের মার্কশিট (নম্বরপত্র) আটকিয়ে রেখে জোরপূর্বক ঐ বিদ্যালয়সংলগ্ন কলেজে ভর্তি করা হয়।

স্থানীয় দুইজন শিক্ষক অত্যন্ত প্রতাপশালী ও প্রভাবশালী হওয়ায় তাদের আচরণে অনেক গরিব ছাত্রছাত্রী মার্কশিট ও প্রশংসাপত্র চাইতেই সাহস করেন না। ফলে তারা শহরের কোনো ভালো কলেজে পড়াশুনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অনেক ছাত্রছাত্রীই পলিটেকনিক কলেজসহ অন্যান্য বিভিন্ন ডিপ্লোমা কোর্সে পড়াশুনা করতে আগ্রহী, কিন্তু তাদের মার্কশিট আটকিয়ে দেওয়ায় তারা সেখানে আবেদন করারই সুযোগ পাচ্ছে না। পক্ষান্তরে দেখা যাচ্ছে যে, উল্লেখিত শিক্ষকদ্বয়ের এবং বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতিসহ সকল সদস্যের আত্মীয়-স্বজনের দ্বিতীয় তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্ত বখাটে ছেলেমেয়েরা প্রভাব খাটিয়ে মার্কশিট বের করে নিয়ে শহরের ডিপ্লোমা কলেজসহ অন্যান্য ভালো কলেজে পড়াশুনা করছে। আর গরিব মেধাবী ছাত্ররা তা পারছে না।

কতিপয় স্বার্থান্বেষী চক্র ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্য এহেন কাজ করে যাচ্ছেন, যা এলাকার গরিব মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের উপযুক্ত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করছে।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত কলেজে পড়াশুনা করার উপযুক্ত কোনো পরিবেশ নেই। যে কজন শিক্ষক আছেন তাদের অনেকেই শহরে ঠিকাদারি ব্যবসা করেন। এরূপ শিক্ষকের দ্বারা একজন ছাত্র কতোটুকু কী শিক্ষা পেতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। উপযুক্ত শিক্ষক ছাড়াও কলেজে রয়েছে শ্রেণী কক্ষের অপ্রতুলতা, নেই কোনো লাইব্রেরি, বিজ্ঞানাগার, পাঠকক্ষ, মিলনায়তন বা খেলাধুলার ব্যবস্থা। অর্থাৎ উক্ত কলেজে ন্যূনতম পড়াশুনারও কোনো উপযুক্ত পরিবেশ নেই।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সমীপে বিনীত প্রার্থনা, বর্তমান বছরে এসএসসি পরীক্ষায় পাস করা কোনো ছাত্রছাত্রীর মার্কশিট তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেন আটকিয়ে না রাখা হয়, সে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যথাযথ নির্দেশ দেওয়া হোক।

এহসানুল হক তরফদার
কর্ণকাঠী, বরিশাল।

SHEET ___ OF ___ SHEETS